প্রসঙ্গ বাংলা থিয়েটার ঃ মেঘনাদ ভট্টাচার্য

অলক ব্যানার্জী

বিগতকয়েক বছর ধরে বাংলা নাটকে একের পর এক সফল প্রযোজনার জন্য আজ নাট্যজগতে একজন পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষ, আজকের পরিচালক অভিনেতা মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সাথে ৯৬ সালের এক সন্ধ্যায় আকাডেমি মঞ্চে নাটক দেখতে গিয়ের সাথে কিছুক্ষণ বাংলা থিয়েটার নিয়ে আলোচনা হয় । সেখান থেকে উঠে আসে এই সাক্ষাৎকারটি ।

· বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতিসম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী কি ?

q আমার বক্তব্যের উপরে তোবাংলা থিয়েটারের অগ্রগতি নির্ভর করে না বা অগ্রগতি থেমেও থাকে না। বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতি সম্পর্কে বলবেনতাঁরাই যাঁরা থিয়েটার দেখেন, যারা আমার মত থিয়েটার করেন তারাতাদের নিজস্ব প্রযোজনা সম্পর্কে এবং তার কেন্দ্র থেকে তারা তো রায়দিতে পারবেন না যে তারা থিয়েটারের অগ্রগতি ঘটাচ্ছেন না। তবে আমার নিজের ধারণা হচ্ছে এই যে —বাংলা থিয়েটারের সঠিক একটা পরিবর্তন ঘটেছে, এবং সেই বদলটা ঠিক সময়ের সঙ্গেতাল মিলিয়েই ঘটছে ।

· এই বদল কি সবাই মেনে নিতেপারছে ?

q দেখো, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি— কিছু অর্থডকস্ মানুষরা সমস্ত সময় বদলের বিদ্ধেই কথাবলে— যেমন ধর যখন ‘নক্ষত্রয়’ মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ কাজকরলেন আমাদের অ্যাবসার্ড নাটকে (ওনারা বলতেন কিমিতিব াদী নাটক) নতুনএকটা চেহারা থিয়েটারের মধ্যে আনা হল, তখন একদল লোক সেটাপ্রতিক্রিয়াশীল এবং রাজনৈতিক বির দ্ধের নাটক বলেপ্রচার চালাচ্ছেন । কিন্তু কালক্ষেত্রে দেখা গেল যে বাংলা থিয়েটারকে আধুনিক করতেমোহিত চট্টোপ াধ্যায় এবং শ্যামল ঘোষ এক বিরাট ভূমিকা পালন করলেন। আবার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’ রাজা অউদিপাউসের জন্য শ্রদ্ধেয় শম্ভুমিত্রকে এদের কটূক্তি শুনতে হয়েছে। এরাইঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প াপপুণ্য’ নাটকে অশ্লীল তকমা এঁটে দিয়েছিলেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারা বেশী থিয়েটার নিয়ে কথা বলতেচান, কিন্তু থিয়েটারটা করেন কম, করতে জানেন কম, কিন্তু কথা বলেন বেশী, তারাবরাবরই থিয়েটারের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। পরে দেখা গেছে মাইলস্টোনের বিদ্ধেই তারা যাবতীয় কথাবলেছেন, তার মানে এই বলছি না যে আমি কোন মাইলস্টোন তৈরী করেছি, সুতরাংঅগ্রগতির বিদ্ধে যাচ্ছে কিনা থিয়েটার, সেটা সময় বিচার করবে ।

· পরিচালনের কোন্ক্ষেত্রটির উপর আপনি সবচেয়ে বেশী জোর দেন?

q প্রথম— অভিনয়,দ্বিতীয়— অভিনয়, তৃতীয়— অভিনয়। অভিনয়টিই হল মুখ্য, আমি যদি অভিনয়টা ঠিক করতে পারি তবেঅনেক দুর্বল, লজিকবিহীন নাটক লজিক্যাল করে দেওয়া যায়। আমার সমস্ত অর্নামেন্টস্ light ,music সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যায়, যদিআমি ভাল অভিনয় আমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে বার করতে নাপারি। কারণ ম ানুষ প্রথমেইআসেন থিয়েটারে অভিনয় দেখতে, একজন মানুষ পান্ডুলিপি ছাড়াও যখন কোনকিছু পারফর্ম করেন তখনই অভিনয় শু হয়ে যায়। আমরা ট্রেনে বাসে, ট্রামে, রাস্তায় প্রচুর লোকেরপ্রচুর অভিনয় দেখি, সে অভিনয় মানুষদের মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়করিয়ে রেখেছে, সুতরাং অভিনয়ই হল মূল।

· ইদানীং বাংলা নাটকে মঞ্চসজ্জা,আলোকসজ্জা, সস্তা গিমিকের প্রাধান্য বাড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বঞ্চিতমানুষের কথা, এ সম্বন্ধেআপনার অভিমত কি?

q আমার অভিমত হচ্ছে বঞ্চিতমানুষদের কথা বলাটা একটা দিক। থিয়েটারের কমিটমেন্টকে ফুলফিল করা একটা

দিক,থিয়েটারের যোগ্য হয়ে ওঠা একটাদিক আর থিয়েটার মিডিয়াটাকে এক্সপ্লয়েট করার মত যোগ্যতাথাকা আর একটা দিক। আধুনিকবিজ্ঞানের দানে যখন আমরা অনেক বেশী আধুনিক হচ্ছি তখন আমাদের Stage Craft. Light. Music সব কিছুই আধুনিক হবে, সব কিছুই আগের চেয়ে ভালহবে। আগের চেয়ে বড় হবে, আগেরচেয়ে সুন্দর হবে। এগুলিথিয়েটারকে সমৃদ্ধ করে সুতরাং আমি সঙ্গীতের কাছ থেকে, শিল্পের কাছথেকে, চলচ্চিত্রের কাছ থেকে, সাহিত্যের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত নিচ্ছিএবং নিচ্ছি অত্যন্ত অনুগতভাবে। অত্যন্ত সম্মান জানিয়ে আমাদের কাজের মধ্যেলাগাচ্ছি— সমৃদ্ধ হচ্ছি, এটা হচ্ছে থিয়েটারের Technical Side যেTechnical Side এ আমি কি ভাবে বলবো— সেটা বিচার হবে। আর যদি কিভাবে বলবোটাও ঠিক নাথাকে তবে কি সত্যি কথা লোকে শুনবে না উঠে চলে যাবে। অর্থাৎ আমি আমার বক্তব্যটা কিভাবে বলব সেটা আগে রপ্ত করতেপেরেছি কিনা, আমি অভিনয়টা পারিকিনা, আমি ত্রব্ধঞ্চন্দ্ব ন্তুজ্জন্দ্রব্ধ, প্লন্তুব্দনন্তু এগুলো পারি কিনা, যদি পারি তবেইতো লোক আমার সামনে বসে থাকবে। তবেই তো আমি তাকে আমার ত্তন্দ্বব্দব্দ্ধঞ্চন্দ্ব টাদেব, যে ভাই— এইটা আমি ভাবছি, এটাই হল সমাজের সমস্যা। এইপ্রফেশনাল ওয়ার্লড-এ কেবল মাত্র বিষয়বস্তু দিয়ে আর কোন কিছু না জেনেআমি চেঁচাতে যাই, লোকে হাসবে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে। আর আমি তখন বলবো যে মানুষ খুব ডায়লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি তো আর ফ্লপ করিনি, আমার দর্শকইসব ফ্লপ হয়ে যাচ্ছে। এবার Commitmentএর কথা বলি— যে যার নিজের Commitment এ কাজ করবে! এ দায় তো কেউ কাউকে দেয়নি। আমরা সত্যি যদি কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকতাম তাহলেতো আমরা রাজনৈতিক দলের হয়ে নাটকটা করতাম। আমরা তো কেউই তা করছি না— আমরা সবাই বলছি,আমরা বামপন্থী, কিন্তু আমরা তো কোন Particular রাজনীতি করছি না। আসলে বামপন্থী রাজনীতিতেআমাদের একটা নিরপেক্ষতা আছে। আমরা মনে করতে পারছি যে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। আমি আমার বামপন্থী মূল্যবোধথেকে রাজনৈতিক চেতনা থেকে ধরবো এই সঠিক ধরাটাও সব সময় আমার কাছেসম্ভব নয়, কারণ alternative আমার কাছে কি ? আমি যদি একটা সত্যিকারের সত্যিকথাও বলতে যাই সেটা তো ক্যাচ করবে আমার শত্রুপক্ষ, এসব তোআমায় ভেবে চিন্তে করবে হবে। থিয়েটারের যে মানুষের প্রতি দায় এটা নতুন কোন ঘটনানয়। ২০০ বছরের পুরাণ এবং জাতীয়বাদীআন্দোলনের সঙ্গে থিয়েটারের সংযোগ নতুন কথা নয়। থিয়েটার ১৮৭৬ সালে চারবছরের জন্য শাসক শ্রেণী বন্ধ করে দেয়। তাহলে বোঝ কতটা রাজনৈতিক ছিলথিয়েটার। তুমি আমি, আমরা কিছুই করিনি। সুতরাং বাংলাদেশে যদি আমাকে থিয়েটার নিয়ে টিকে থাকতেহয়, মূল শ্রোতে থাকতেই হয়, তবে আমাকে Commitment এর থিয়েটার করতেই হবে, না হলে বাতিল করে দেবেলোক আমাকে। এবং আমি আমার Commitment করছি ।

· সাম্প্রতিক কালের নাটক কিআপনি দেখেন ? দেখলে আপনার কি মনেহয় ।

q প্রায় সব দেখি। অন্যের নাটক না দেখলে নিজে নাটক করা যায়না। আমি এই মুহূর্তে একজন দুজনের নামকরলে, যারা আমাকে ভালোবাসেন তারা অনেকেই ব্যাথা পাবেন, সেই জন্য আমিবলতে চাইছি এইটাই যে বাংলা থিয়েটারে বেশ কিছু নতুন নতুন ছেলে যাদের কাজেরপ্রশংসা একেবারে মন প্রাণ খুলে করতেই হয়। আরো বলি এই যুব প্রজন্মের মধ্যে কাজ করারপ্রবণতা, ইচ্ছা, সাহস এবং কাজ করার যোগ্যতা আমাকে আশাবাদী করেতুলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদেরপরবর্তী প্রজন্ম, থিয়েটারের কাজটা অনেক অনেক ভাল করবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com